মুণ্ডকোপনিষৎ

মূল মন্ত্র এবং সরল অনুবাদ সমন্বিত

অনুবাদ এবং সম্পাদনা

নীলোৎপল সিন্‌হা

অনুবাদকের নিবেদন

শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের আধার অথর্ববেদীয় এই প্রাচীন ও পরব্রহ্মের কথাপূর্ণ উপনিষদ্‌কে মুণ্ডকোপনিষৎ বলে।

এই গ্রন্থের মূল মন্ত্রকে বাংলায় রূপান্তর করতে গিয়ে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বাংলায় লুপ্ত 'অ'-এর ব্যবহার না থাকায় আধুনিক টাইপ সেটিংয়ে লুপ্ত 'অ'-এর ব্যবহার নেই। এই সমস্যার সমাধানের জন্য এখানে 'হ্'-কে লুপ্ত 'অ'-কার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই বিষয়ে পাঠকের সহায়তা একান্তভাবে কাম্য।

বিনীত
নীলোৎপল সিন্‌হা

১

অথ প্রথমমূণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ

ওঁ ব্রহ্মা দেবনাং প্রথমঃ সম্বভুব বিশ্বস্য কর্তা ভূবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্বায় জ্যেষ্ঠপূত্রায় প্রাহ

॥ ১ ॥

অনুবাদ। বিশ্বভুবনের সৃজনকর্তা ও পালনকারি ব্রহ্মাই দেবতাদের মধ্যে প্রথম ব্রহ্মবিদ্ হয়েছিলেন। তিনি সর্ববিদ্যার আশ্রয়রূপ ব্রহ্মবিদ্যা জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বাকে বলেছিলেন।

অথর্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাহ্থর্বা তং পূরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারদ্বাজোহ্ঙ্গিরসে পরাবরাম্॥ ২॥

অনুবাদ। ব্রহ্মা অথর্বাকে যে ব্রহ্মবিদ্যা বলেছিলেন, অথর্বা পুরাকালে তা অঙ্গিরাকে বলেছিলেন। তিনি ভারদ্বাজ সত্যবাহকে বলেছিলেন। এইরূপে পরম্পরাগত সেই ব্রহ্মবিদ্যা ভারদ্বাজ অঙ্গিরাকে বলেছিলেন।

শৌনকো হ বৈ মহাশালোহ্ঙ্গিরসং বিধিবদূপসন্নঃ পপ্রচ্ছ।
কস্মিন্নূ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি॥ ৩॥

অনুবাদ। শৌনক নামে প্রসিদ্ধ মহাশাল, সেই অঙ্গিরার নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভগবন্, কী বিজ্ঞাত হলেই এ সমস্ত বিজ্ঞাত হয়?

তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে।
ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ॥ ৪॥

অনুবাদ। অঙ্গিরা তাঁকে বললেন, ব্রহ্মবিদগণ বলেন, দুইটি বিদ্যা জানা আবশ্যক, পরা ও অপরা।

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং।
নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥ ৫॥

অনুবাদ। অপরা বিদ্যা - ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। পরা বিদ্যা - যা দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায়।

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষূঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতয়োনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥ ৬॥

অনুবাদ। যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ এবং অচক্ষুঃ ও অশ্রোত্র, যিনি হস্তপাদশূন্য, নিত্য, বিভু, সর্বব্যাপী এবং অতিসূক্ষ্ম, সেই অব্যয় এবং সর্বভুতের কারনকে ধীরগণ সর্বতঃ দেখতে পান।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥ ৭॥

অনুবাদ। যেরূপে ঊর্ণনাভ (মাকড়সা) জাল সৃষ্টি করে আবার সংগৃহীত করে, যেরূপে পৃথিবীতে শস্য উৎপন্ন হয়, যেরূপে প্রত্যেক পুরূষের শরীর থেকে কেশ লোম জন্মে সেইরূপে অক্ষর থেকে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়েছে।

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসূ চামৃতম্॥ ৮॥

অনুবাদ। তিনি উপচিত হলে অন্ন উৎপন্ন হয়, অন্ন উৎপন্ন থেকে প্রাণ, মন, সত্য, ভিন্ন ভিন্ন লোক এবং কর্মসমূহের অবিনশ্বর ফল উৎপন্ন হয়।

যঃ সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্যস্য জ্ঞানময়ং তাপঃ।
তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়াতে॥ ৯॥

অনুবাদ। যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ, যাঁর তপঃ জ্ঞানময় সেই পরব্রহ্ম থেকে ব্রহ্ম ও অন্ন এবং নাম ও রূপ উৎপন্ন হয়েছে।

॥ ইতি প্রথমমূণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ॥

২

অথ প্রথমমূণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষূ কর্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যংস্তানি ত্রেতায়াং বহূধা সংততানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা এষ বঃ পন্থাঃ সূকৃতস্য লোকে॥ ১॥

অনুবাদ। এটি সত্য ঋষিগণ মন্ত্রসমূহে যে ধর্মনুষ্ঠান দর্শন করেছিলেন ত্রেতাতে তাই বহূধা বিস্তৃত হয়েছে। হে সত্যকাম, সেইগুলি নিয়ত অনুষ্ঠান কর, সুকৃত লোক প্রাপ্তির জন্য এটিই তোমাদের পথ।

যদা লেলায়তে হ্যর্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।
তদাহ্জ্যভাগাবন্তরেণাহ্হূতীঃ প্রতিপাদয়েৎ॥ ২॥

অনুবাদ। অগ্নি সমিদ্ধ হলে যখন অর্চিঃ লোলয়মান হয়, তখন আজ্যভাগদ্বয়ের মধ্যে আহূতি সকল প্রদান করবে।

যস্যাগ্নিহোত্রমদর্থমপৌর্ণমাস-
মচাতূর্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জিতং চ।
অহূতমদৈশ্বদেবমবিধিনা হূতমাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি॥ ৩॥

অনুবাদ। যে অগ্নিহোত্রী, দর্শপৌর্ণমাসেষ্টি করে না, চাতুর্মাসেষ্টি করে না, আগ্রয়ণেষ্টিও করে না, অতিথি সৎকারও করে না, অগ্নিহোত্র হোমও যথাকালে করে না, বৈশ্বদেব হোমও করে না, অথবা বিধিবৎ আহূতি দেয় না, তাঁর সপ্তম লোক পর্যন্ত লাভের আশা ধ্বংস হয়।

কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধুম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরূপী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ॥ ৪॥

অনুবাদ। কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিত, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও দীপ্তিমতী বিশ্বরূপী এই লেলায়মানা সাতটি অগ্নির জিহ্বা।

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্।
তং নয়ন্ত্যেতাঃ সুর্যস্য রশ্ময়ো যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ॥ ৫॥

অনুবাদ। যখন এই সব অগ্নিজিহ্বা দীপ্যমান থাকে, তখন যথাকালে যজ্ঞানুষ্ঠান করে যিনি আহূতি প্রদান করেন, তাঁকে সেই আহূতিসকলই সূর্যরশ্মিরূপ হয়ে যেখানে সমস্ত দেবতার এক অধিপতি বাস করেন, সেখানে নিয়ে যায়।

এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চসঃ সুর্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চয়ন্ত্য এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ॥ ৬॥

অনুবাদ। সেই দীপ্তিমান আহূতি সমাবেশ “এস এস” বলে আহ্বান পূর্বক সেই যজমানকে সূর্যরশ্মির সাহায্যে বহন করে নিয়ে যায় এবং তাকে অভিবাদন করে প্রিয় বাক্যে বলে, তোমাদের সুকৃতিময় ব্রহ্মলোক এই।

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥ ৭॥

অনুবাদ। কিন্তু যজ্ঞরূপ ভেলাগুলি যে অষ্টাদশ ব্যাক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয় তাতে (প্রাপ্ত) অস্থায়িফলগুলিকে যাঁরা শ্রেয় বলে মনে করে, সেই মূঢ়গণ পুনরায় জরা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ

॥ ৮ ॥

অনুবাদ। যাঁরা অবিদ্যায় অবস্থিতি করে নিজেকে ধীমান ও পন্ডিত মনে করে, অন্ধ ব্যক্তিদ্বারা (অপর) অন্ধলোক যেরূপ ঘুরে বেড়ায়, সেই মূঢ়গণ অনর্থদ্বারা বার বার আহত হয়ে সেইরূপ ঘুরে বেড়ায়।

অবিদ্যায়ং বহূধা বর্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতূরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥ ৯॥

অনুবাদ। অবিদ্যায় জরিত জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা মনে করে যে আমরা কৃতার্থ হয়েছি। এইরূপ কর্মনুষ্ঠাকারীগণ কর্মফলে অনুরাগ হেতু মুক্তিলাভ করে না, পরন্তু কর্মফল ক্ষয় হলেই চন্দ্রলোকাদি থেকে বিচ্যুত হয়।

ইষ্টাপুর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেহনুভুত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥ ১০॥

অনুবাদ। প্রমূঢ়গণ যজ্ঞানুষ্ঠানাদি নাগরিক কর্মকেই অতি উৎকৃষ্ট জ্ঞান করে অন্য কিছু (ব্রহ্ম) শ্রেয় তা জানতে যত্নশীল হয় না। তাঁরা স্বর্গের উপরি স্থানে সুকৃতিফল ভোগ করে পুনরায় ইহলোকে বা আরও হীনলোকে প্রবেশ করে।

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্যাং চরন্তঃ।
সুর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা॥ ১১॥

অনুবাদ। যে সকল বিদ্বান ও অরণ্যবাসী ভিক্ষু শান্তভাবে ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন করে তপঃ ও শ্রদ্ধার সেবা করেন, তাঁরা রজোমুক্ত হয়ে সূর্যদ্বার পথে যেখানে সেই পরম পুরূষ আছেন সেই স্থানে গমন করেন।

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরূমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ ১২॥

অনুবাদ। অতএব ব্রাহ্মণ, কর্মচিত লোকসমূহ পরীক্ষা করে বৈরাগ্য অবলম্বন করূন। অনিত্যকর্মে নিত্যপদ পাওয়া যায় না, অতএব বিজ্ঞান লাভের আশায় তিনি সমিধ কাষ্ঠ হাতে নিয়ে ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় গুরূর কাছে গমন করূন।

তস্মৈ স বিদ্বানূপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পূরূষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥ ১৩॥

অনুবাদ। সম্যক প্রশান্তচিত্ত শমান্বিত শিষ্য এরূপে উপস্থিত হলে বিদ্বান গুরূ যে বিদ্যাদ্বারা অক্ষর সত্যপুরূষকে জেনেছেন সেই ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্বতঃ সেই শিষ্যকে শিক্ষা দেবেন।

॥ ইতি প্রথমমূণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ॥

৩

অথ দ্বিতীয়মূণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ

তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ
প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাঽক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি
যন্তি॥ ১॥

অনুবাদ। এটি সত্য, যেরূপ সুদীপ্ত পাবক হতে সেই পাবকেরই স্বরূপ বিস্ফুলিঙ্গসমুহ সহস্রশ নির্গত হয়, হে সৌম্য, সেইরূপ অক্ষর ব্রহ্ম থেকে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাঁদের পুনরায় বিলীন হয়।

দিব্যো হ্যমুর্তঃ পুরূষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শূভো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥ ২॥

অনুবাদ। সেই দিব্য মূর্তিশূন্য পুরূষ বাহ্যে এবং অন্তরে অবস্থিতি করেন। তিনি জন্মশূন্য-প্রানশূন্য-মনশূন্য এবং বিশুদ্ধ, তিনি পরম অক্ষর হতেও উর্ধে।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ূর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ ৩॥

অনুবাদ। এই পুরূষ থেকে প্রাণ, মনসকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল এবং বিশ্বধারিনী এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়েছে।

অগ্নীর্মুর্ধা চক্ষূষী চন্দ্রসুর্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ূঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্‌ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভুতান্তরাত্মা॥ ৪॥

অনুবাদ। অগ্নি তাঁর মূর্ধাস্বরূপ, চন্দ্র-সূর্য তাঁর চক্ষুস্বরূপ, দিকসমুহ তাঁর শ্রোত্রস্বরূপ, বিবৃত বেদসকলই তাঁর বাকস্বরুপ, বায়ু তাঁর প্রাণস্বরুপ, বিশ্ব তাঁর হৃদয়স্বরুপ, তাঁর পদ থেকে এই পৃথিবী, তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা।

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সুর্যঃ সোমাৎ পর্জন্য ঔষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।
পূমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্বীঃ প্রজাঃ পূরূষাৎ সং প্রসুতাঃ॥ ৫॥

অনুবাদ। তাঁর থেকে অগ্নি উৎপন্ন হয়েছে, সূর্যই সে অগ্নির সমিধস্বরূপ, সোম হতে পর্জন্য (বৃষ্টিকারী) মেঘ হয়, পর্জন্য হলেই পৃথিবীতে শষ্যাদি হয়, এইরূপে সেই দিব্য পুরূষ হতে বহূ প্রজা উৎপন্ন হয়।

তস্মাদৃচঃ সাম যজুংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ।
সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সুর্যঃ॥ ৬॥

অনুবাদ। তাঁর থেকে ঋক্-সাম-যজু, দীক্ষা-যজ্ঞ-ক্রতু ও দক্ষিণাসমূহ উৎপন্ন হয়েছে; সংবৎসর ও যজমান, যে সকল লোকে চন্দ্র-সূর্য আলোক প্রদান করে, সে সমস্ত লোকও তাঁর থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

তস্মাচ্চ দেবা বহূধা সম্প্রসুতাঃ সাধ্যা মনূষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্যং বিধিশ্চ॥ ৭॥

অনুবাদ। তাঁর থেকে দেবগণও বহূধাযুক্ত হয়েছেন, তাঁর থেকে সাধ্য, মানুষ-পশু-পক্ষিগণও উৎপন্ন হয়েছে, প্রাণ-শ্রদ্ধা-সত্য-ব্রহ্মচর্য এবং বিধিও তাঁর থেকে নির্গত ।

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ।
সপ্ত ইমে লোকা যেষূ চরন্তি প্রাণা গূহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত॥ ৮॥

অনুবাদ। সপ্ত প্রাণ, সপ্ত অর্চিঃ, সপ্ত সমিধ ও হোম তাঁর থেকে উৎপন্ন। যে সপ্ত লোকে গুহাশায়ী সপ্ত সপ্ত প্রাণ নিহিত থেকে বিচরণ করছে, তাঁর থেকেই সেই সপ্ত লোক নির্গত হয়েছে।

অতঃ সমূদ্রা গিরয়শ্চ সর্বেহ্স্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্বরূপাঃ।
অতশ্চ সর্বা ঔষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভুতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা

॥ ৯॥

অনুবাদ। তাঁর থেকে সমুদ্র-পর্বতসকলও উৎপন্ন হয়েছে, সর্বরূপা নদীসকলও প্রবাহিত হচ্ছে; তাঁর থেকেই সকল শস্যাদি ও রসও উৎপন্ন হয়ে থাকে; ঐ রসদ্বারা তিনি পঞ্চভূতে পরিবেষ্টিত হয়ে অন্তরাত্মারূপে বর্তমান।

পূরূষ এবেদং বিশ্বং কর্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতদ্যো বেদ নিহিতং গূহায়াং সোহ্বিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য॥ ১০॥

অনুবাদ। সেই পুরূষই এই বিশ্বে কর্মতপ ব্রহ্ম এবং পরম অমৃত। যিনি এই ব্রহ্মকে আপন হৃদয়গুহায় নিহিত জানেন, হে সৌম্য, তিনিই অবিদ্যা-বন্ধন ছিন্ন করেন।

॥ ইতি দ্বিতীয়মূণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ॥

৪

অথ দ্বিতীয়মূণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

আবিঃ সংনিহিতং গূহাচরং নাম মহৎপদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্।
এজৎপ্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং পরং বিজ্ঞানাদ্যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্॥ ১॥

অনুবাদ। ব্রহ্ম প্রকাশমান, সন্নিহিত এবং হৃদয়গুহায় বিচরনকারী। তিনি সর্ব পদার্থের আস্পদ। যা কিছু চলে বা নিমিষক্রিয়া সম্পন্ন, যা কিছু সৎ বা অসৎ, যা কিছু বরেণ্য ও জীবসকলের জ্ঞানাতীত বরিষ্ঠ, সেই সমস্তই সেই ব্রহ্মে সমর্পিত।

যদর্চিমদ্যদণূভ্যোঽণূ চ যস্মিংল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ।
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদূ ব্রাহ্মণঃ।
তদেতৎসত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি॥ ২॥

অনুবাদ। যা অর্চিমৎ, যা সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম, যাঁতে ভূলোকাদি ও তার লোকনিবাসিগণ, তিনিই অক্ষর ব্রহ্ম, তিনি প্রাণ, তিনি বাক্য ও মন। এটি সত্য, হে সৌম্য, সেই অমৃতকে বেধনীয় বলে জান।

ধনূর্ গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসা নিশিতং সন্ধয়ীত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি॥ ৩॥

অনুবাদ। হে সৌম্য, উপনিষৎস্বরূপ মহাস্ত্রধনুঃ গ্রহণ করে তাতে উপাসনাদ্বারা শাণিত শরসন্ধান কর, পরে ভাবগত চিত্তেরদ্বারা তা বশিভুত করে সেই অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ লক্ষে বিদ্ধ কর।

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥ ৪॥

অনুবাদ। ওঁকারই ধনু, আত্মাই শর, ব্রহ্মই তার লক্ষ্য, এরূপ বলা আছে। অপ্রমত্ত ধীমদ্ব্যক্তিই সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করতে পারেন। শর যেরূপ লক্ষ্য প্রবেশ করে, সেইরূপ ব্রহ্মে প্রবেশ করে ব্রহ্মময় হবে।

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ।
তমেচৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতূঃ॥ ৫॥

অনুবাদ। যে ব্রহ্মে আকাশ-পৃথিবী-অন্তরীক্ষ-মন-প্রাণসকল সমর্পিত রয়েছে, কেবল সেই আত্মাকেই অবগত হও, অন্য বাক্য ত্যাগ কর। এই আত্মজ্ঞানই অমৃতত্বলাভের একমাত্র সেতু।

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ। স এষেহ্ন্তশ্চরতে বহূধা জায়মানঃ।
ঔমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৬॥

অনুবাদ। রথ-নাভিতে রথচক্রের অরাসকল যেরূপ যুক্ত থাকে, সেইরূপ নাড়ীসকল যে হৃদয়ে যুক্ত রয়েছে, সেই হৃদয়ে তিনি বহূআকারে বিচরণ করেন। তোমরা ওঁকার অবলম্বন করে আত্মার ধ্যান কর, তোমাদের তমোরূপ অবিদ্যা অপরপারে গমনরূপ কল্যান হবে।

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ॥
মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্ বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি॥ ৭॥

অনুবাদ। যিনি সর্বজ্ঞ-সর্ববিদ্, ভূমন্ডলে দৃশ্যমান সকলই যাঁর মহিমা, তিনি দিব্য ব্রহ্মপুরের আকাশে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। প্রাণ ও শরীরের নেতা মনোময়। তিনি অন্নে প্রতিষ্ঠিত ও হৃদয়ে সন্নিহিত। ধীমদগণ বিজ্ঞানদ্বারা তাঁকে সন্দর্শন করেন। তিনি তাঁদের কাছে আনন্দরূপ অমৃতস্বরূপ প্রতিভাত হ'ন।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ ৮॥

অনুবাদ। সেই পরাবর পুরূষ দৃষ্ট হলেই হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সর্বসংসার ছিন্ন হয় এবং সমস্ত কর্ম ও কর্মফল বিলুপ্ত হয়।

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদূঃ॥ ৯॥

অনুবাদ। রজশূন্য-কলাশূন্য ব্রহ্ম হিরন্যময় পরম কোষে অবস্থিতি করছেন। আত্মবিদ্গণ তাঁকে শুভ্র ও জ্যোতির জ্যোতি বলে জেনেছেন।

ন তত্র সুর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি
কূতোহয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনূভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি

॥ ১০॥

অনুবাদ। সূর্য সেখানে কিরণ দেয় না, চন্দ্র সেখানে কিরণ দেয় না, সেখানে বিদ্যুৎ চমকিত হয় না, অগ্নি সেখানে কোথায়? সেই প্রভাবানের প্রভাতেই এ সমস্ত প্রভাপূর্ণ, তাঁর প্রভাবেই এ সকল প্রতিভাত হয়ে থাকে।

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম
দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥ ১১॥

অনুবাদ। এই অমৃত ব্রহ্মই পূর্বে, এই ব্রহ্মই পশ্চাতে, এই ব্রহ্মই দক্ষিণে এবং উত্তরে; নীচে এবং উপরেও এই ব্রহ্মই ভাসমান রয়েছেন; এই বিশ্বই ব্রহ্ম, সুতরাং এ বিশ্বই বরিষ্ঠ।

॥ ইতি দ্বিতীয়মূণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ॥

৫

অথ তৃতীয়মূণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ

দ্বা সূপর্ণা সযূজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥ ১॥

অনুবাদ। সতত একত্র স্থায়ী, পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন দুইটি পাখী একই বৃক্ষে উপবিষ্ট হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে একটি স্বাদু ফল ভক্ষণ করেন, অন্যটি না খেয়ে চেয়ে থাকেন।

সমানে বৃক্ষে পূরূষো নিমগ্নোঽনিশয়া শোচতি মূহ্যমানঃ।
জূষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ

॥ ২॥

অনুবাদ। সেই এক স্থানে স্থিত উভয়ের মধ্যে একজন পুরূষ সংসারে নিমগ্ন হয়ে ঈপ্সিতসাধনে অসামর্থ্যহেতু শোকে বিমুগ্ধ হচ্ছেন, কিন্তু যখনই সর্বসেবিত ঈশ নামে প্রসিদ্ধ, অন্য পুরূষকে দেখেন এবং তাঁর মহিমা আলোচনা করেন, তখনই বীতশোক হ'ন।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রূক্মবর্ণ কর্তারমীশং পূরূষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পূণ্যপাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমূপৈতি

॥ ৩॥

অনুবাদ। যখন কোন প্রজ্ঞাবান্ দর্শনকারী, রুক্মবর্ণ কর্তা ঈশ্বরকে যোনিপুরূষ ব্রহ্ম বলে দর্শন করেন, তখনই তিনি পুণ্য পাপ ধুয়ে কালিমা মুক্ত হয়ে পরম সাম্য প্রাপ্ত হ'ন।

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভুতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ

॥ ৪ ॥

অনুবাদ। যিনি সর্বভূতে প্রতিভাত হচ্ছেন, তিনিই এ প্রাণ। যে প্রজ্ঞাবান এটি জানেন, তিনি অতিবাদী হ'ন না, তিনি আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, আত্মাতেই রমণ করেন এবং জ্ঞান ধ্যানাদি ক্রিয়াসম্পন্ন হয়ে ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে বরিষ্ঠ হ'ন।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শূভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। ক্ষীণদোষ যতিগণ স্ব স্ব শরীরের অভ্যন্তরেই যে জ্যোতির্ময় শুভ্র পুরূষকে সতত দর্শন করেন, এই আত্মাকে সত্যনিষ্ঠ, তপস্বী ব্রহ্মচারীরাই সম্যাগ্জ্ঞান বলে লাভ করেন।

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাহ্ক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥ ৬ ॥

অনুবাদ। সত্যই জয়লাভ করে, অসত্য জয়লাভ করে না। যে পথদ্বারা আপ্তকাম ঋষিগণ সেই সত্যের পরম ধামে গমন করেন, সেই দেবযান পথও সত্যপ্রভাবেই বিতত রয়েছে।

বৃহচ্চ তদ্ দিব্যমচিন্ত্যরূপং সুক্ষ্মাচ্চ তৎ সুক্ষ্মতরং বিভাতি।
দুরাৎ সুদুরে তদিহান্তিকে চ পশ্যন্ত্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্

॥ ৭ ॥

অনুবাদ। সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম বৃহৎ এবং দিব্য ও অচিন্ত্যরূপ। তিনি সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মরূপেই প্রতিভাত হ'ন, তিনি দূর থেকেও দূরে, অথচ সন্নিকটে। যে ধীমান দর্শনকারিগণ তাঁকে এইরূপ দর্শন করেন, তাঁদের হৃদয়গুহাতেই তিনি নিহিত রয়েছেন।

ন চক্ষূষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণ বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশূদ্ধসত্ত্বস্ততস্তূ তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥ ৮॥

অনুবাদ। তাঁকে চক্ষুদ্বারা বা বাক্যদ্বারা গ্রহণ করা যায় না, অন্যান্য ইন্দ্রিয় বা তপোদ্বারা বা কর্মানুষ্ঠানদ্বারাও তাঁকে গ্রহণ করা যায় না। জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধসত্ত্ব হলেই ধ্যানদ্বারা সেই কলাশূন্য ব্রহ্মকে সন্দর্শন করা যায়।

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং যস্মিন্ বিশূদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা॥ ৯॥

অনুবাদ। যাতে পঞ্চ প্রাণ সন্নিবিষ্ট আছে, সেই সূক্ষ্ম আত্মা কেবল বিসুদ্ধ জ্ঞানদ্বারা জানা যায়। জীবগণের জ্ঞান প্রাণ চিত্তের সঙ্গে বিজড়িত, সেই জ্ঞান বিসুদ্ধ হলেই আত্মাকে জানা যায়।

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি বিশূদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাংস্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েৎ ভুতিকাম্॥ ১০॥

অনুবাদ। বিসুদ্ধসত্ত্ব পুরূষ, যে যে লোক মনে মনে কল্পনা করেন, যে যে কাম্য পদার্থ কামনা করেন, সেই সেই লোক জয় করেন, সেই সেই কাম্য পদার্থ প্রাপ্ত হ'ন। অতএব ইষ্টার্থী ব্যক্তি আত্মজ্ঞকে অর্চনা করবেন।

॥ ইতি তৃতীয়মূণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ॥

৬

অথ তৃতীয়মূণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শূভম্।
উপাসতে পূরূষং যে হ্যকামাস্তে শূক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীরাঃ

॥ ১ ॥

অনুবাদ। তাঁর মধ্যে সমস্ত বিশ্ব নিহিত থেকে বিশুদ্ধরূপে প্রতিভাত হচ্ছে, সেই আত্মজ্ঞ পুরূষ, এই সেই পরম ধাম ব্রহ্ম বলে জানেন। যে ধীরগণ নিষ্কাম হয়ে সেই নির্মল পুরূষের উপাসনা করেন, তাঁরা পুনর্জন্মের বীজ অতিক্রান্ত হ'ন।

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তূ ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ

॥ ২ ॥

অনুবাদ। যিনি মনে কাম্য পদার্থসকল কামনা করেন, তিনি কামনার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু যিনি পর্যাপ্তকাম ও আত্মবিৎ, তাঁর সমস্ত কামনা ইহলোকেই বিলীন হয়।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥ ৩॥

অনুবাদ। এই আত্মাকে প্রবচনদ্বারা বা মেধাদ্বারা বা বহুশ্রুতদ্বারা লাভ করা যায় না, যাঁকে এই আত্মা বরণ করেন, তিনিই আত্মাকে লাভ করতে পারেন। এই আত্মা তাঁর তনুকে স্বীয় তনু বলে বরণ করেন।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥ ৪॥

অনুবাদ। এই আত্মাকে বলহীন ব্যক্তি লাভ করতে পারে না, বিষয়সঙ্গ নিমিত্ত প্রমত্ত ব্যক্তি তপস্যাদ্বারাও তাঁকে লাভ করতে পারে না, কিন্তু যে ধীমান এই সকল উপায়দ্বারা আত্মলাভে যত্নবান হ'ন, তাঁর আত্মাই ব্রহ্মধামে প্রবেশ করে।

সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতং প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি

॥ ৫॥

অনুবাদ। বীতরাগ, প্রশান্তহৃদয়, জ্ঞানতৃপ্ত ঋষিগণ তাঁকে প্রাপ্ত হয়েই কৃতকৃত্য হ'ন। সমাহিতাত্ম ধীরগণ সেই সর্বগামীকে সর্বতঃ লাভ করেই বিদেহ লাভ করেন।

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে

॥ ৬॥

অনুবাদ। বেদান্তবিজ্ঞানার্থস্বরূপ পরমাত্মাতে সুনিশ্চিত হয়ে সন্ন্যাসযোগদ্বারা সুদ্ধসত্ত্ব যতিগণ পরান্তকালে পরম অমরত্ম লাভ করে বিমুক্ত হ'ন।

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা দেবাশ্চ সর্বে প্রতিদেবতাসূ।
কর্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্বে একীভবন্তি

॥ ৭ ॥

অনুবাদ। মোক্ষকালে তাঁদের প্রাণাদি পঞ্চদশ অংশ স্ব স্ব কারণে বিলীন হয়, তাঁদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব দেবতায় মিলিত হয়। তাঁদের অপ্রবৃত্তফল কর্মসকল এবং বিজ্ঞানময় আত্মা সেই পরম অব্যয় ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্

॥ ৮ ॥

অনুবাদ। যেরূপ বহমান নদীসকল স্ব স্ব নামরূপ ত্যাগ করে সমুদ্রে মিলিত হয়, ধীমান পুরুষ সেইরূপ নিজের নাম ও রূপ ত্যাগ করে সেই দিব্য পরাৎপর পুরুষে মিলিত হ'ন।

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি

॥ ৯ ॥

অনুবাদ। যিনি সেই পরম ব্রহ্মকে জ্ঞাত হ'ন, তিনি ব্রহ্মেই পরিণত হ'ন। শোকপাপ উত্তীর্ণ হয়ে এবং হৃদয়গুহাগ্রন্থি থেকে বিমুক্ত হয়ে তিনি অমরত্ব লাভ করেন।

তদেতদৃচাহ্ভ্যুক্তম্। ক্রিয়াবন্ত শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ স্বয়ং জুহ্বত একর্ষি শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তূ চীর্ণম্॥ ১০॥

অনুবাদ। বিদ্যাসম্প্রদান সম্বন্ধে একটি ঋকে এইরূপ উক্ত হয়েছে, যে ক্রিয়াবান শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রদ্ধাবান হয়ে অগ্নিতে স্বয়ং আহুতি প্রদান করেন, বিধিবৎ শিরোব্রত সম্পাদন করেছেন, তাঁকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলবে।

তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে।
নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ॥ ১১॥

অনুবাদ। ঋকে প্রকাশিত এই সত্য পুরাকালে অঙ্গিরাঋষি বলেছিলেন। যিনি ব্রত সম্পন্ন করেননি, তিনি এটি পাঠ করবেন না। পরম ঋষিদেরকে নমস্কার, পরম ঋষিদেরকে নমস্কার।

ওঁ শান্তিঃ ॥ শান্তিঃ ॥ শান্তিঃ ॥